কালের কণ্ঠ

তারিখ ..22 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...

প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন

নেতাদের সঙ্গে আজ বসবেন ডিপিইর মহাপরিচালক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সামনেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। অথচ শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে ব্যাহত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষকরা আন্দোলনের মাঠে থাকলেও এ নিয়ে এত দিন কোনো কথাই বলেনি সরকার। তবে অবশেষে টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের। প্রাথমিকভাবে আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় প্রাথমিকের শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বসবেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীর। জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আনোয়ারুল ইসলাম তোতা গতকাল সোমবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের তিন-চারটি প্রধান দাবি রয়েছে, সেগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। দেড় বছর আগে দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দিতে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, অথচ তা বাস্তবায়ন করেনি মন্ত্রণালয়। আর আমাদের পদোন্নতি খুব একটা নেই, টাইম স্কেল-সিলেকশন গ্রেড না দিলে আমরা আরো পিছিয়ে যাব। এ ব্যাপারগুলোই আমরা মহাপরিচালক মহোদয়কে বলব। তবে সুস্পষ্ট ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা আলোচনার পাশাপাশি আন্দোলনও চালিয়ে যাব। ১৪ অক্টোবরের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে লাগাতার কর্মবিরতির মতো কর্মসূচি দেওয়ার চিন্তা আমরা করছি।'

প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড মর্যাদার বাস্তবায়ন, নতুন পে-স্কেলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল রাখাসহ বেশ কিছু দাবিতে গত সপ্তাহ থেকে কর্মবিরতির মতো কঠিন কর্মসূচি পালন করে আসছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। গত শনি ও রবিবার দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি শেষে গতকাল পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেছে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ঐক্য পরিষদ প্রতি বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস ও প্রতি শনিবার পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছে।

সারা দেশে বেশির ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গতকাল পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালনের খবর পাওয়া গেছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের একাধিক সংগঠন থাকলেও সবাই আন্দোলনের মধ্যেই রয়েছে। সব সংগঠনই প্রায় কর্মবিরতির মতো কর্মসূচি দিয়েছে। তবে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি শিক্ষকদের বৃহৎ সংগঠন। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে তাদের কমিটি রয়েছে। যেহেতু এই আন্দোলন শিক্ষকদের বেতন-ভাতার দাবিতে হচ্ছে, তাই বেশির ভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মবিরতি পালন করেছেন।